দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 22 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

উচ্চ শিক্ষা ।। ভর্তি নিয়ে কিছু কথা

এবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছে দেরীতে। উচ্চশিক্ষায় ভর্তির পাল্লাও একটু দেরীতেই শুরু হবে। দেরীতে ভর্তির ফলে নির্ধারিত শিক্ষা কার্যক্রমও পিছিয়ে যাবে কিনা, পিছালে কতটা পিছাবে কিংবা একটি পরীক্ষা দেরীতে নেয়ার ফলে ফল প্রকাশের অনিবার্য বিলম্বে ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটানোরও অপরিহার্য ছিল কিনা, এর প্রত্যেকটিই অবশ্য-প্রশ্ন। খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বলা চলে। কেননা, নির্ধারিত কার্যক্রমের কোথাও ব্যাঘাত ঘটে গেলে অন্যত্র তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করাই স্বভাবিক রীতি। বিলম্বের জের টেনে বিলম্ব ঘটতে থাকলে পিছিয়ে পড়ার মাত্রা নির্ণয়েরও উপায় থাকে না। উচ্চশিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবক মহল সকলেরই এ নিয়ে ভাবা দরকার ছিল। কেউ ভাবছেন না, এও এক বাঁচোয়া।

বাঁচোয়া এ অর্থে যে, এমনিতেই চারপাশে উত্তেজনা-উদ্বেগের সীমা নেই। এর সঙ্গে আরও একটি উত্তেজক বিষয়ের সংযোগ কারও জন্যই স্বস্তিকর হবে না। স্বাস্থ্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত আমরা সহজ স্রোতেই গা ভাসানোর পক্ষে। উচ্চশিক্ষা কর্তৃপক্ষ ভর্তির প্রক্রিয়া কিছুটা এগিয়ে এনে ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার কথা কেন ভাবলেন না, তা আমাদের জানা নেই। অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের ভাবিত না হওয়ার কারণ কিছুটা বুঝি। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং এ বৈতরণী পাড়ি দিতে হবে, এই একটি ভাবনাই তাদের ব্যস্ত রাখার জন্য যথেষ্ট।

ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে আশা বা আশ্বাসের কথা কিছুই নেই, এমন না। তবু খুব একটা আশ্বস্ত হওয়ারও অবলম্বন তাতে নেই। অনেক কিছুই অস্পষ্ট। ফলে, বহু কিছু জানার পরও সবাইকে একই উদ্বেগ নিয়ে থাকতে হবে। এমনটা না হওয়াই উচিত ছিল।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির মওসুম শুরু হলেই শিক্ষার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রকৌশল, চিকিৎসা প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষার অঙ্গনে ছুটে বেড়াতে হয়। সর্বত্রই ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়, পছন্দ মাফিক কোন একটা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগের প্রত্যাশায়। এতে করে কেবল শ্রম আর সামর্থ্যেরই অপচয় ঘটে না, সুযোগেরও বিস্তর অপব্যবহার ঘটে যায়। এক জায়গায় ভর্তি হয়ে অন্যত্র অপেক্ষাকৃত ভাল সুযোগ পেয়ে সেখানে চলে যাওয়ার ফলে মেলা আসন ফাঁকা পড়ে থাকে। যদিও ঐসব প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে বিমুখ হয়ে ফিরতে হয়। কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে বা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না। এতে শিক্ষার্থীদের মনোবল আর আত্মবিশ্বাস যেমন চিড় খায়, অভিভাবকরাও হতাশ হন। জাতীয় সম্পদ-সামর্থ্যের অপচয়ও নগণ্য থাকে না।

উচ্চ পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা সমন্বিত করে এই ভোগান্তি আর অপচয় হ্রাস করার সম্ভাবনা নিয়ে কয়েক বছর ধরেই কথা হচ্ছিল। শোনা গিয়েছিল, পঁচানব্বই থেকে সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হবে। শেষ খবরে জানা গেছে, এবারও তা হচ্ছে না। তবে শীগগীরই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর সবারই ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নাকি নির্ধারিত হয়ে গেছে। জাহাঙ্গীরনগরের তারিখও অচিরেই স্থির হবে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি রোধ করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। ভর্তির ডামাডোলে কোথাও যাতে আসন ফাঁকা পড়ে না থাকে, সে বিষয়েও যত্ন নেয়ার আশ্বাস পাওয়া গেছে।

এসব খবরে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের তোড়জোড় বাড়বে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অনিশ্চয়তা আর হতাশা কাটানোর কিছু ঘটবে, এমন ভরসা নেই। সমন্বিত ব্যবস্থার অভাবে শিক্ষার্থীদের একইভাবে ছুটে বেড়াতে হবে। যদি একই দিনে একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়, তাতে ছোটাছুটি হ্রাস পেলেও সমস্যাই জটিলতর হবে এভাবে যে কোথাও অস্বাভাবিক ভিড় হবে, আর কোথাও পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীও পাওয়া যাবে না। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন করে ভর্তির ডাক দেয়ার বাধ্যবাধকতা জন্মানোরও অসম্ভব নয়। ঝামেলা তাই থেকেই যাচ্ছে। আর ঝামেলাই যদি থেকে যায়, ভর্তি প্রক্রিয়া একটু এগিয়ে আনায় অসুবিধা কি ছিল?

আসন কোথাও ফাঁকা না রাখার সংকল্প কর্তৃপক্ষ কি করে পূরণ করবেন, আমরা জানি না। তবে, এ কাজটি অবশ্যই করতে হবে। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী যেখানে পছন্দসই বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন, সেখানে একটি আসনও ফাঁকা থাকা অমার্জনীয় অপরাধ। জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি করার দায়ে যেমন দন্ড অনিবার্য, কারও গাফলতির ফলে আসন ফাঁকা থাকলে তারও একই ধরনের দন্ড হওয়া উচিত। এমনিতেই পিছিয়ে পড়া একটা জাতি এ ধরনের অপচয় বইতে পারে না।

জালিয়াতির মাধ্যমে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারটাও খুবই রহস্যময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি নিশ্ছিদ্র নিরপেক্ষ ভর্তি ব্যবস্থা চালু করার দাবি করে থাকেন। এই ভর্তি ব্যবস্থার কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের প্রত্যাশার একটি অংশ মাত্র পূরণ হয়। অর্থাৎ তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারেন। অপর অর্ধাংশ তথা পছন্দসই বিষয় নিয়ে পড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ভর্তি পরীক্ষার পর কর্তৃপক্ষই স্থির করে দেন কে কোন বিষয় নিয়ে পড়তে পারবে।

ব্যাপারটা অধিকাংশ শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের জন্যই বেদনাদায়ক। তবু, তারা একটা পদ্ধতিকে মর্যাদা দেয়ার জন্য মুখবুজে এ বেদনা সয়ে যান। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এতে একটা অমানবিকতার প্রশ্রয়ও আবিষ্কার করা যেতে পারে। অনিয়মের অন্যায় পীড়নের পরিবর্তে সবাই একেও বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যখন জানা যায়, প্রতি বছরই বেশ কিছু শিক্ষার্থী চোরাপথে ঢুকে পড়ছেন তখন পদ্ধতি নিয়ে গৌরব বোধের উপায় থাকে কি?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরই এ ধরনের অন্যায় ভর্তি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় চিহ্নিত এবং বাতিল করে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে অনাচারের সঙ্গে কারা জড়িত তা তাদের জানা। কেবল এই প্রমাণের অভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না।

আমাদের কাছে একে এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি বলেই মনে হয়। অপরাধী চেনাজানা হলেও ব্যবস্থা নেয়া যদি আটকে যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন জাগে। আর এমন নড়বড়ে বা নাজুক ক্ষমতা নিয়ে এ জালিয়াতি রোধ করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে, সেও প্রশ্ন সাপেক্ষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের উচিত বিষয়টিকে আরও প্রাঞ্জল করে তুলে ধরা। আমরা এই জাল ভর্তির বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কেননা, এর সঙ্গে যেমন শিক্ষা আর শিক্ষার্থীর স্বার্থ জড়িত, তেমনি জড়িত দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান-মর্যাদা। এর কোনটাকেই খাটো করে দেখা বা খর্ব করা যায় না।

আমরা প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ভর্তি ব্যবস্থা কামনা করি। এই ভর্তি তো যেমন কোন ফাঁকির প্রশ্রয় কাম্য নয়, তেমনি হয়রানি আর অপচয়ও একান্তই অবাঞ্ছিত। সীমিত সাধ্যে যেটুকু সুযোগ আমরা তৈরি করতে পেরেছি ভর্তির মাধ্যমে তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশার দিকটিও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় উচ্চশিক্ষা তার আকর্ষণ এবং কার্যকারিতা হারাতে বাধ্য।

পঁচানব্বইর আসন্ন ভর্তি প্রক্রিয়া বিগত কয়েক বছরের তুলনায় সহজ হবে বলেই আমাদের ধারণা। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডই ব্যাপারটা অনেক সহজ করে রেখেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে এবার সাফল্যের হার খুবই নিম্ন। গত বছর যা ছিল সাতষট্টি শতাংশ এবার তা চল্লিশেরও নিচে নেমেছে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছু বেশী হলেও উচ্চশিক্ষার দাবিদারের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর চাপ তাতে বেশ কমতে বাধ্য। ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনায় একটু যত্নশীল হলেই কর্তৃপক্ষ অনেক হতাশা কাটিয়ে দিতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা তাদের কাছ থেকে এই যত্ন আর আন্তরিকতাই প্রত্যাশা করি।

নতুন শতাব্দীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের বিপুলতর সংখ্যার দক্ষ এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষ চাই। উচ্চতর শিক্ষার দ্বার থেকেই যদি তরুণদের ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়, এ চাওয়া পূরণ হওয়ার উপায় থাকবে না। ভর্তি প্রক্রিয়া যদি খারিজ প্রক্রিয়া না হয়ে যথার্থই মেধা আর যোগ্যতা যাচাই হয়, যদি জড়িয়েপড়া যাবতীয় আবিলতার বিলুপ্তি ঘটে তবেই কেবল শিক্ষার আয়োজন সার্থক হতে পারে।

— সালেহ চৌধুরী